ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1202-1210
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.340

সমকামী ও রূপান্তরকামী আত্মপরিচয়ের নির্মাণ: স্বপ্নময় চক্রবর্তীর *'হলদে গোলাপ'* উপন্যাসের আলোকে

তুলিকা মণ্ডল, *ছাত্রী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper examines the representation of homosexual and transgender identities in Bengali literature through a critical reading of Swapnamoy Chakraborty's novel 'Holde Golap'. Although Bengali literature has historically reflected diverse social realities such as class conflict, caste divisions, and gender inequality, issues of sexual orientation and gender identity have largely remained marginalised. In most literary works, homosexual and transgender characters appear only as peripheral figures or symbolic curiosities, leaving their struggles for identity, social acceptance, and dignity underrepresented. In this context, '*Holde Golap*' emerges as a significant literary intervention that foregrounds the lived experiences of queer individuals within the Bengali cultural sphere.

The study employs a qualitative textual analysis of the novel, drawing upon theoretical frameworks from Michel Foucault's discourse on sexuality, Judith Butler's concept of gender performativity, and Peter Berger and Thomas Luckmann's theory of the social construction of reality. Through these perspectives, the paper explores how social norms construct and regulate ideas of "normality," often marginalising non-heteronormative identities. The analysis focuses on four central characters—Manabi Bandyopadhyay, Parimal/Pari, Ivy, and Dulal/Dulali—whose narratives collectively reveal the complexities of self-identification, social exclusion, and resistance within a heteronormative society.

The paper argues that '*Holde Golap*' not only portrays the personal struggles of queer individuals but also challenges the dominant cultural assumptions surrounding gender and sexuality. By presenting these experiences with empathy and realism, the novel transforms marginalised voices into subjects of serious literary and academic discourse. Ultimately, this study highlights the importance of '*Holde Golap*' as a cultural text that expands the scope of Bengali literary criticism and contributes to broader discussions on gender diversity, identity formation, and social inclusion.

Keywords: Swapnamoy Chakraborty, Holde Golap, homosexual, transgender, social norms

বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সামাজিক বাস্তবতার বহুমুখী প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। শ্রেণি সংগ্রাম, জাতিগত বিভাজন, লিঙ্গীয় অসমতা কিংবা ধর্মীয় পরিচয়ের সংকট— সাহিত্যের আলোচনায় এই বিষয়গুলো

দীর্ঘকাল ধরে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এই বিস্তৃত পরিমণ্ডলের মধ্যেও যৌন অভিমুখিতা এবং লিঙ্গ পরিচয়ের প্রশ্নটি এক প্রকার অদৃশ্য বা উপেক্ষিতই থেকেছে। বিশেষত, সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের জীবন-বাস্তবতা মূলধারার সাহিত্যে হয় অনুপস্থিত ছিল, নতুবা কেবল পার্শ্বচরিত্রের কৌতূহল বা রহস্যের আবরণে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে তাঁদের অস্তিত্বের সংকট, আত্মপরিচয় নির্মাণের জটিলতা এবং সামাজিক সংগ্রামের প্রকৃত রূপটি যথাযথ সাহিত্যিক মর্যাদা পায়নি। এই শূন্যতার প্রেক্ষাপটে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস '*হলদে গোলাপ*' বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী ও যুগান্তকারী সংযোজন।

'হলদে গোলাপ' কেবল একটি কাহিনিনির্ভর সাহিত্যকর্ম নয়; বরং এটি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয়, সামাজিক স্বীকৃতি এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের একটি সাহিত্যিক দলিল। উপন্যাসটিতে লেখক এমন এক সামাজিক বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসেন, যা দীর্ঘদিন ধরে সমাজের প্রচলিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কাঠামোর মধ্যে অবদমিত ছিল। সমাজে 'স্বাভাবিকতা' নামে যে ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা আসলে একটি সামাজিক নির্মাণ। এই নির্মিত কাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট লিঙ্গপরিচয় এবং বিষমকামী যৌন আচরণকেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়, আর এর বাইরে থাকা পরিচয়গুলিকে প্রায়শই 'অস্বাভাবিক' বা 'বিকৃত' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই অর্থে '*হলদে গোলাপ*' সমাজে প্রতিষ্ঠিত এই 'স্বাভাবিকতা'র ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।[১]

যৌনতা এবং লিঙ্গপরিচয় নিয়ে আধুনিক তাত্ত্বিক আলোচনায় দেখা যায় যে এই ধারণাগুলি স্থির বা অপরিবর্তনীয় নয়; বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্মিত। মিশেল ফুকো তাঁর '*The History of Sexuality*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে যৌনতা কেবল ব্যক্তিগত আচরণ নয়; বরং এটি ক্ষমতা, জ্ঞান এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জটিল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গঠিত একটি ঐতিহাসিক নির্মাণ। সমাজ ও রাষ্ট্র যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে এবং সেই কাঠামোর বাইরে থাকা পরিচয়গুলিকে বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে যৌনতার প্রশ্ন কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নও বটে।[২]

এই তাত্ত্বিক আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করেছেন জুডিথ বাটলার, যিনি তাঁর '*Gender Trouble*' গ্রন্থে লিঙ্গপরিচয়কে একটি স্থির সত্তা হিসেবে না দেখে বরং সামাজিকভাবে নির্মিত ও পুনরাবৃত্ত আচরণের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। বাটলারের মতে লিঙ্গ একটি 'পারফরমেটিভ' প্রক্রিয়া— অর্থাৎ সমাজে স্বীকৃত আচরণ ও ভূমিকার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে লিঙ্গ পরিচয় গঠিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যায় যে সমাজে প্রচলিত পুরুষ ও নারীর ধারণা কোনো প্রাকৃতিক বা অপরিবর্তনীয় সত্য নয়; বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ।[৩] এই তাত্ত্বিক কাঠামো সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের অভিজ্ঞতা বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মানব যৌনতার বহুমাত্রিকতা নিয়ে মনোবিজ্ঞানেও উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে। সিগমুন্ড ফ্রয়েড মানবমনের গঠন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন যে মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা বহুমুখী এবং তার মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনা বিদ্যমান।[৪] পরবর্তীকালে আলফ্রেড কিনসের গবেষণা মানব যৌনতাকে একটি ধারাবাহিক স্পেকট্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করে, যেখানে সমকামিতা এবং বিষমকামিতা কঠোর দ্বৈত বিভাজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই গবেষণা মানব যৌনতার বৈচিত্র্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।[৫]

ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও লিঙ্গ ও যৌনতার এই বহুমাত্রিকতার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অচেনা নয়। পুরাণ ও মহাকাব্যের বিভিন্ন আখ্যান এই বিষয়টির সাক্ষ্য বহন করে। বিষ্ণুর মোহিনী অবতার, '*মহাভারত*'-এ শিখণ্ডীর

চরিত্র কিংবা অর্জুনের বৃহন্নলা রূপ— এই সব আখ্যান লিঙ্গপরিচয়ের পরিবর্তনশীলতা এবং পরিচয়ের বহুমাত্রিকতার ধারণাকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে আধুনিক সমাজে এই বৈচিত্র্য ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ে এবং সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের পরিচয় প্রায়শই সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে থাকে।

আধুনিক যুগে সমকামিতা ও রূপান্তরকামিতা নিয়ে সামাজিক ও আইনি বিতর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা প্রমাণ করে যে সমকামিতা কোনো মানসিক ব্যাধি নয়। ১৯৭৩ সালে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন তাদের '*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders'* থেকে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে বাদ দেয়। পরবর্তীকালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৬] ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে, যা সমকামী মানুষের সাংবিধানিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।[৭] তবুও সামাজিক বাস্তবতায় সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের প্রতি বৈষম্য ও পূর্বধারণা এখনও বহুলাংশে বিদ্যমান। এই বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেই স্বপ্নময় চক্রবর্তীর '*হলদে গোলাপ'* উপন্যাসকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত *রোববার* পত্রিকায়। লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন যে আকাশবাণীর একটি যৌনশিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রাপ্ত একটি চিঠি থেকেই এই উপন্যাসের মূল বীজ রোপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা, সাক্ষাৎকার এবং সামাজিক বাস্তবতার অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপন্যাসটির কাহিনি নির্মিত হয়েছে। ফলে এটি কেবল একটি কল্পনানির্ভর সাহিত্যকর্ম নয়; বরং বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দলিল।[৮]

এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হল '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাসের আলোকে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া, সামাজিক প্রতিরোধ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করা। উপন্যাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র— মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল/পরি, আইভি এবং দুলাল/দুলালী— এই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। তাদের জীবনসংগ্রাম, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে কীভাবে এই উপন্যাসটি একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বরকে সাহিত্যিক পরিসরে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সমাজবিজ্ঞানী পিটার বার্জার এবং টমাস লাকম্যান তাঁদের '*The Social Construction of Reality*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে সমাজ একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতা নির্মাণ করে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হয়। কিন্তু এই নির্মিত বাস্তবতার বাইরে থাকা পরিচয় ও অভিজ্ঞতাগুলি প্রায়ই সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়।[৯] '*হলদে গোলাপ*' এই নির্মিত বাস্তবতার সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচিত করে এবং প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

এই গবেষণার তাৎপর্য এখানেই যে এটি বাংলা সাহিত্যে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের প্রতিনিধিত্বকে একটি তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করার সুযোগ প্রদান করে। একই সঙ্গে এটি দেখায় যে সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং এটি সামাজিক বাস্তবতাকে পুনর্বিবেচনা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিসর। সেই অর্থে '*হলদে গোলাপ*' বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞতাকে মানবিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছে।

পূর্ববর্তী গবেষণা (Literature Review):

সমকামিতা ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যের প্রশ্ন বিশ্বসাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হলেও বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়টি তুলনামূলকভাবে দেরিতে গুরুত্ব লাভ করেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সমলিঙ্গ প্রেম, লিঙ্গপরিচয়ের পরিবর্তনশীলতা এবং যৌনতার বহুমাত্রিকতা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকেই সমকামী সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্লেটোর '*Symposium*' গ্রন্থে সমলিঙ্গ প্রেমকে একটি দার্শনিক ও নৈতিক আলোচনার বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১০] একইভাবে গ্রিক কবি স্যাফোর কবিতায় নারী-নারী প্রেমের আবেগময় প্রকাশ দেখা যায়।[১১] আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে অস্কার ওয়াইল্ড, জেমস বল্ডউইন, ভার্জিনিয়া উলফ প্রমুখ লেখকদের রচনায় সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

সমসাময়িক সাহিত্যসমালোচনায় 'Queer Theory' এই আলোচনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। ইভ কোসফস্কি সেজউইক এবং জুডিথ বাটলারের মতো তাত্ত্বিকরা যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়কে একটি সামাজিক নির্মাণ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। জুডিথ বাটলার তাঁর '*Gender Trouble*' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে লিঙ্গ কোনো স্থির পরিচয় নয়; বরং এটি সামাজিক আচরণের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গঠিত একটি পারফরমেটিভ প্রক্রিয়া। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের অভিজ্ঞতাকে বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সমকামিতা ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যের আলোচনা সাম্প্রতিক সময়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। রুথ ভানিতা এবং সালিম কিদওয়াই সম্পাদিত '*Same-Sex Love in India*' গ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্য, লোককথা ও ঐতিহাসিক দলিলের আলোকে সমলিঙ্গ প্রেমের বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণা দেখায় যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমলিঙ্গ প্রেম সম্পূর্ণ অচেনা বিষয় নয়; বরং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এর উপস্থিতি ছিল।[১২]

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমকামিতা ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যের প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হয়েছে। কিছু লেখকের রচনায় এই বিষয়ের আভাস দেখা গেলেও তা সাধারণত মূল কাহিনির কেন্দ্রে স্থান পায়নি। জগদীশ গুপ্ত[১৩], কমলকুমার মজুমদার[১৪] বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১৫] কিছু লেখায় লিঙ্গ ও যৌনতার ভিন্ন অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় । তবে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আলোচনার কেন্দ্রে আসে মূলত সমকালীন বাংলা সাহিত্যে। এই প্রেক্ষাপটে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাস বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এখানে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের জীবনসংগ্রাম কেবল একটি উপকাহিনি নয়; বরং পুরো কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয়। উপন্যাসটি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের সামাজিক বাস্তবতা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানকে মানবিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছে। ফলে এটি বাংলা সাহিত্যে যৌনতা ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তবে এখনো পর্যন্ত '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তিতে বিস্তৃত গবেষণা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। ফলে এই উপন্যাসের আলোকে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং সামাজিক প্রতিরোধের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

গবেষণার পদ্ধতি ও বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো:

এই গবেষণাপত্রটি মূলত একটি গুণগত (qualitative) সাহিত্যবিশ্লেষণমূলক গবেষণা। এখানে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাসকে প্রধান পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করে তার বিষয়বস্তু, চরিত্র নির্মাণ এবং

সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় মূলত পাঠ-সমালোচনার (textual analysis) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র এবং বর্ণনাভঙ্গির মধ্য দিয়ে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই গবেষণায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, মিশেল ফুকোর যৌনতা-বিষয়ক তত্ত্ব এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ফুকো তাঁর *The History of Sexuality* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে যৌনতা কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়; বরং এটি ক্ষমতা ও জ্ঞানের সম্পর্কের মাধ্যমে সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই তত্ত্বের আলোকে দেখা যায় যে সমাজ একটি নির্দিষ্ট যৌন আচরণকে স্বাভাবিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং এর বাইরে থাকা পরিচয়গুলিকে বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করে।[১৬]

দ্বিতীয়ত, জুডিথ বাটলারের "Gender Performativity" তত্ত্ব এই গবেষণার বিশ্লেষণাত্মক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাটলারের মতে লিঙ্গ একটি স্থির সত্তা নয়; বরং সামাজিক আচরণ ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে নির্মিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে উপন্যাসের চরিত্রগুলির লিঙ্গ পরিচয়ের নির্মাণ ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১৭]

তৃতীয়ত, পিটার বার্জার এবং টমাস লাকম্যানের 'সামাজিক বাস্তবতার নির্মাণ' তত্ত্ব এই আলোচনাকে একটি সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। তাঁদের মতে সমাজ একটি নির্দিষ্ট বাস্তবতা নির্মাণ করে, যা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নির্মিত বাস্তবতার বাইরে থাকা পরিচয়গুলি প্রায়ই সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই তত্ত্বের আলোকে উপন্যাসে সমকামী ও রূপান্তরকামী চরিত্রগুলির সামাজিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[১৮]

গবেষণার বিশ্লেষণাত্মক অংশে উপন্যাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র— মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল/পরি, আইভি এবং দুলাল/দুলালী—কে কেন্দ্রে রেখে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের জীবনসংগ্রাম, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে কীভাবে এই উপন্যাসটি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক পরিসরে উপস্থাপন করেছে।

এই পদ্ধতিগত কাঠামোর মাধ্যমে গবেষণাটি দেখাতে চায় যে '*হলদে গোলাপ*' কেবল একটি সাহিত্যকর্ম নয়; বরং এটি একটি সামাজিক দলিল, যা সমকালীন সমাজে যৌনতা, লিঙ্গ পরিচয় এবং সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্নকে নতুনভাবে ভাবার সুযোগ সৃষ্টি করে।

চরিত্র বিশ্লেষণ: আত্মপরিচয় ও সামাজিক প্রতিরোধের বহুমাত্রিক রূপ:

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর '*হলদে গোলাপ*' উপন্যাসে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের জীবনসংগ্রাম প্রধানত কয়েকটি চরিত্রের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এই চরিত্রগুলি কেবল ব্যক্তিগত গল্পের ধারক নয়; বরং তারা বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ ও যৌনতার নিয়মের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সংঘাত কীভাবে একজন মানুষের অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে। উপন্যাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র— মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল/পরি, আইভি এবং দুলাল/দুলালী— এই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

(ক) মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়: রূপান্তরের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠা

মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রটি উপন্যাসে রূপান্তরকামী মানুষের আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং সামাজিক স্বীকৃতির সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। জন্মসূত্রে পুরুষদেহে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর মানসিক সত্তা ধীরে ধীরে নারীত্বের দিকে বিকশিত হয়। এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করে। সমাজের

প্রচলিত লিঙ্গবিভাজন— যেখানে মানুষকে কেবল 'পুরুষ' বা 'নারী' এই দুই শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়— তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

জুডিথ বাটলারের "Gender Performativity" তত্ত্বের আলোকে মানবীর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে লিঙ্গ পরিচয় কোনো স্থির জৈবিক সত্য নয়; বরং এটি সামাজিক আচরণ ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গঠিত। মানবীর জীবন এই ধারণাকে প্রতিফলিত করে। সোমনাথ থেকে মানবী হয়ে ওঠার যাত্রা কেবল একটি ব্যক্তিগত রূপান্তর নয়; এটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ ধারণার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধও বটে।[১৯]

একই সঙ্গে মানবীর শিক্ষাগত সাফল্য এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা এই বিষয়টিও নির্দেশ করে যে রূপান্তরকামী মানুষ কেবল প্রান্তিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এই চরিত্রটি তাই প্রান্তিকতার সীমা অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকেও তুলে ধরে।

(খ) পরিমল থেকে পরি: আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান

পরিমল চরিত্রটি উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানের প্রশ্নে সবচেয়ে জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। শৈশব থেকেই তার মধ্যে নারীত্বের প্রতি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এই অনুভূতি গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে সে এক ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বেড়ে ওঠে।

পরিমলের অভিজ্ঞতা মিশেল ফুকোর যৌনতা-তত্ত্বের আলোকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফুকো দেখিয়েছেন যে সমাজ যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে। এই কাঠামোর বাইরে থাকা যৌন পরিচয়কে বিচ্যুতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরিমলের জীবন এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।[২০]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিমল নিজের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং অবশেষে 'পরি' হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই রূপান্তর কেবল বাহ্যিক পরিবর্তন নয়; বরং এটি নিজের সত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি প্রক্রিয়া। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান প্রায়শই সামাজিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়।

(গ) আইভি: নারী সমকামিতার স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা

আইভি চরিত্রটি উপন্যাসে নারী সমকামিতার অভিজ্ঞতাকে সামনে নিয়ে আসে। বাংলা সাহিত্য ও সমাজে নারী সমকামিতার আলোচনা তুলনামূলকভাবে আরও কম হয়েছে। ফলে আইভি চরিত্রটি এই অভাব পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আইভির জীবন দেখায় যে নারী সমকামিতাও সমাজে একই ধরনের অবজ্ঞা ও পূর্বধারণার সম্মুখীন হয়। সমাজে নারীর জন্য নির্ধারিত আচরণ ও ভূমিকার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব একটি গভীর সংকট সৃষ্টি করে। তবে আইভির চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে নারী সমকামিতা কেবল যৌন আকর্ষণের প্রশ্ন নয়; বরং এটি আবেগ, সম্পর্ক এবং আত্মপরিচয়ের জটিল অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত।

এই চরিত্রটি queer theory–এর আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দেখায় যে লিঙ্গ ও যৌন পরিচয়ের প্রশ্ন কেবল পুরুষকেন্দ্রিক নয়; বরং নারীর অভিজ্ঞতাও এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[২১]

(ঘ) দুলাল থেকে দুলালী: প্রান্তিক সম্প্রদায়ের সামাজিক বাস্তবতা

দুলাল চরিত্রটি উপন্যাসে হিজড়া সম্প্রদায়ের সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরে। পরিবারের মধ্যে নিজের পরিচয় স্বীকৃতি না পাওয়ার ফলে সে সমাজের প্রান্তিক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই অভিজ্ঞতা দেখায় যে পরিবার ও সমাজের বর্জন কীভাবে একজন মানুষকে বিকল্প সামাজিক কাঠামোর দিকে ঠেলে দেয়। দুলাল থেকে দুলালী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি কেবল ব্যক্তিগত রূপান্তর নয়; বরং এটি সামাজিক বর্জনের প্রতিক্রিয়াও। সমাজ যখন একটি নির্দিষ্ট পরিচয়কে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে, তখন মানুষ নতুন সামাজিক পরিচয়ের সন্ধান করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দুলাল চরিত্রটি প্রান্তিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্ব করে।

ফুকোর ক্ষমতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।[২২] সমাজ যে যৌন ও লিঙ্গ আচরণকে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠা করে, তার বাইরে থাকা মানুষদের প্রায়শই প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব গড়ে তুলতে হয়।

(ঙ) সমষ্টিগত তাৎপর্য

উপন্যাসের এই চারটি চরিত্রের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষের জীবনসংগ্রাম কেবল ব্যক্তিগত নয়; বরং এটি গভীরভাবে সামাজিক। তাদের আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া সমাজের প্রচলিত লিঙ্গ ও যৌনতার ধারণার সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাতে লিপ্ত।

এই চরিত্রগুলি দেখায় যে লিঙ্গ ও যৌন পরিচয় কোনো স্থির বা অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা নয়; বরং এটি একটি চলমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। ফলে '*হলদে গোলাপ'* উপন্যাসটি কেবল কয়েকটি ব্যক্তিগত জীবনের গল্প নয়; বরং এটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাভাবিকতা'র ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একটি সাহিত্যিক প্রচেষ্টা।

বৃহত্তর প্রাসঙ্গিকতা ও গবেষণার তাৎপর্য:

'হলদে গোলাপ' শুধু একটি উপন্যাস নয়, এটি একটি যুগান্তকারী সাহিত্যকর্ম, যা বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় সমকামী ও রূপান্তরকামী জনগোষ্ঠীর জীবনবাস্তবতাকে একটি গবেষণার মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই গবেষণাপত্রটি দেখানোর চেষ্টা করেছে যে, কীভাবে 'হলদে গোলাপ' একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের ধারাকে পাল্টে দিয়েছে। মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃথিকা ইয়াসমিন (প্রথম রূপান্তরকামী পুলিশ অফিসার), জয়িতা মণ্ডল (প্রথম রূপান্তরকামী বিচারক), সত্যাশ্রী সার্মিল (প্রথম রূপান্তরকামী উকিল)-দের মতো ব্যক্তিত্বরা যখন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন, তখন সাহিত্যে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য 'হলদে গোলাপ'-এর মতো উপন্যাস এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পথ সাহিত্য পত্রিকায় শতদ্রু মজুমদার মন্তব্য করেছেন, "মনন ও জিজ্ঞাসার নতুন পথ অন্বেষণে কেউ কেউ উপন্যাস লিখেছেন। মানবিক নানান প্রশ্নে উপন্যাস লিখেছেন অনেকেই, এই ধারার সাম্প্রতিক সংযোজন স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' উপন্যাস।"[২৩] অমর মিত্র, গৌতম চক্রবর্তীর মতো বিশিষ্টজন এই উপন্যাসের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন[২৪]। আনন্দবাজার পত্রিকায় গৌতম চক্রবর্তী লিখেছেন, "হলুদ গোলাপ ফুলে স্বপ্নময় আনন্দ— সুঘ্রাণ"— এই উপন্যাসের সৌরভ সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছে[২৫]।

ভবিষ্যতে এই বিষয়ে গবেষণার বিস্তৃত পরিধি রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য উপন্যাস, গল্প বা কবিতায় সমকামী-রূপান্তরকামী প্রতিনিধিত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, এই বিষয় নিয়ে সৃষ্ট চলচ্চিত্র ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির প্রভাব, অথবা সমাজকর্ম ও আইনের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসের প্রভাব— এগুলি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে

পারে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এলজিবিটি সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এই ধারার তুলনামূলক আলোচনাও সম্ভাবনার পথ খুলে দেয়। মাইকেল ফুকোর 'দ্যা হিস্টোরি অফ সেক্সুয়ালিটি' তত্ত্বের আলোকে এই উপন্যাসের বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে আরও গভীর গবেষণার সুযোগ তৈরি করবে।[২৬]

উপসংহার:

হলদে গোলাপের সৌরভ:

সবশেষে বলা যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। এটি প্রমাণ করে যে, সাহিত্য শুধু বিনোদনের বস্তু নয়, এটি সমাজের বিবেককে জাগ্রত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই উপন্যাসটি সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষদের শিকড় সন্ধানের এক আন্তরিক প্রয়াস। তাদের জীবনযুদ্ধকে আমরা যেমন এখানে চিনতে পারি, তেমনই উপলব্ধি করতে পারি তাদের স্বাভাবিকতা ও স্বীকৃতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

বাংলা সাহিত্যের দুর্গেশনন্দিনী, গোরা, চরিত্রহীন, আরণ্যক, কবি, পুতুল নাচের ইতিকথা, জাগরী, তিতাস একটি নদীর নাম, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, সেইসময় প্রভৃতি বিচিত্রময় উপন্যাসের মালায় 'হলদে গোলাপ' এক ভিন্ন বর্ণের ও গন্ধের ফুল হিসেবে যুক্ত হয়েছে। বর্ণভেদে গোলাপ বিভিন্নতা থাকলেও সেগুলি যেমন গোলাপ, তেমনি নারী-পুরুষের মতো সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষেরাও মানবসন্তান। গোলাপের রঙ ভিন্ন হলেও তার সৌরভ ও সৌন্দর্য যেমন অনন্য, তেমনি এই মানুষগুলির জীবনযুদ্ধ, তাদের ভালোবাসা, তাদের স্বপ্ন— সবই সমান মূল্যবান ও শ্রদ্ধেয়। যেমন লেখক নিজেই তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "ওটাই ছিল বীজ, তারপর নিজের আগ্রহ বিভিন্ন জনের সাথে যোগাযোগ, বিভিন্ন পত্রিকা ঘাঁটা, উপন্যাসের প্লট তৈরি।" সেই বীজ আজ 'হলদে গোলাপ' রূপে প্রস্ফুটিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এক অনন্য সুবাস ছড়িয়ে চলেছে— একটি সুবাস যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ভালোবাসার কোনো লিঙ্গ হয় না, অধিকারের কোনো ছোট-বড় হয় না, আর স্বপ্ন দেখার অধিকার সবারই সমান।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। (২০১৭)। *হলদে গোলাপ*। দে'জ পাবলিশিং।

২. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।

৩. বাটলার, জুডিথ। (১৯৯০)। *জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভারশন অফ আইডেন্টিটি*। রাউটলেজ।

৪. ফ্রয়েড, সিগমুন্ড। (১৯০৫)। *থ্রি এসেস অন দ্য থিওরি অফ সেক্সুয়ালিটি*। হোগার্থ প্রেস।

৫. কিনসে, আলফ্রেড। (১৯৪৮)। *সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন দ্য হিউম্যান মেল*। ডব্লিউ. বি. সন্ডার্স।

৬. আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন। (১৯৭৩)। *ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অব মেন্টাল ডিসঅর্ডার্স (DSM-II, সংশোধিত সংস্করণ)*। ওয়াশিংটন, ডিসি:

৭. সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়া। (২০১৮)। *Navtej Singh Johar vs. Union of India*, রায়: ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৭ অসাংবিধানিক ঘোষণা। নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট অব ইন্ডিয়া।

৮. ঘোষ, ঋতুপর্ণ (সম্পা.)। (২০১০)। *রোববার* (আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের সাহিত্যপত্রিকা), যেখানে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর *হলদে গোলাপ* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

৯. বার্জার, পিটার এল., এবং লাকম্যান, টমাস। (১৯৬৬)। *দ্য সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন অফ রিয়ালিটি*। অ্যাঙ্কর বুকস।

১০. প্লেটো। (২০০১)। *সিম্পোজিয়াম*। অনুবাদ: আলেকজান্ডার নেহামাস ও পল উডরাফ। ইন্ডিয়ানাপোলিস: হ্যাকেট পাবলিশিং।

১১. স্যাফো। (২০০২)। *স্যাফো: এ নিউ ট্রান্সলেশন*। অনুবাদ: মেরি বার্নার্ড। বার্কলে: ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস।

১২. ভানিতা, রুথ ও সালিম কিদওয়াই (সম্পা.)। (২০০০)। *Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History*। নিউ দিল্লি: পেঙ্গুইন বুকস।

১৩. গুপ্ত, জগদীশ। (১৯৩০)। *অরূপের রাস*। জগদীশ গুপ্তের গল্পসমগ্র। কলকাতা: বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত।

১৪. মজুমদার, কমলকুমার। (১৯৫৭)। *মল্লিকাবাহার*। কমলকুমার মজুমদারের গল্পসমগ্র। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। (১৯৪৬)। *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।

১৬. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।

১৭. বাটলার, জুডিথ। (১৯৯০)। *জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভারশন অফ আইডেন্টিটি*। রাউটলেজ।

১৮. বার্জার, পিটার এল., এবং লাকম্যান, টমাস। (১৯৬৬)। *দ্য সোশ্যাল কনস্ট্রাকশন অফ রিয়ালিটি*। অ্যাঙ্কর বুকস।

১৯. বাটলার, জুডিথ। (১৯৯০)। *জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভারশন অফ আইডেন্টিটি*। রাউটলেজ।

২০. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।

২১. বাটলার, জুডিথ। (১৯৯০)। *জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভারশন অফ আইডেন্টিটি*। রাউটলেজ।

২২. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।

২৩. মজুমদার, শতদ্রু। (২০১৮)। "মালার একটি ফুল: হলদে গোলাপ।" *পথ সাহিত্য পত্রিকা*, জুলাই সংখ্যা।

২৪. মিত্র, অমর। (২০১৮)। "হলদে গোলাপ।" *পথ সাহিত্য পত্রিকা*, জুলাই সংখ্যা।

২৫. চক্রবর্তী, গৌতম। (২০১৫)। "হলুদ গোলাপ ফুলে স্বপ্নময় আনন্দ—সুঘ্রাণ।" *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ এপ্রিল।

২৬. ফুকো, মিশেল। (১৯৭৬)। *দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি: ভলিউম ১*। প্যানথিয়ন বুকস।